R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.- WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-২৫৪২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১২ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৭ সাল। ২৭শে জুন, ১৯৯০ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

প্রশাসনিক তৎপরতাকে কোণঠাসা করে চোরাচালান অব্যাহত

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১১ জুন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এস ডি পি ওকে সঙ্গে নিয়ে ডোমপাড়া গাড়ীঘাটে হানা দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া ৭১টি গরু ও পাচারকারীদের আটক করেন। পাচারকারীরা মহকুমা শাসকের কাছে স্বীকার করে যে এই গরুগুলিকে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যেই তারা নিয়ে যাচ্ছিল। তারা আরোও জানায়, ঘাট পারাপারের জন্য প্রতি গরুতে চার টাকা পারানি মাশুল ছাড়াও অতিরিক্ত পাঁচ টাকা করে গরু পিছু ঘাটোয়ালকে এবং মাঝিকে পৃথক ২-৫০ পঃ দিতে হয়। ঘটনার সত্যতা জানতে এস ডি ও ঘাট মাঝিকে ডেকে পাঠালে তিনি গা ঢাকা দেন বলে খবর। মহকুমা শাসকের নির্দেশে গরুগুলিকে কাষ্টমস্ ইন্সপেক্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য স্থানীয় কাষ্টমস্ এর প্রধান অফিস কৃষ্ণনগরে এবং এখানে অফিসের ইনচার্জ হিসাবে একজন ইন্সপেক্টার থাকেন। কয়েক বছর অফিসটি এখানে খোলা হলেও তাঁদের তেমন কোন তৎপরতা নজরে পড়ে না। এমন কি ছ' মাসের মধ্যে বাংলাদেশে পাচার করা (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গঙ্গা ভাঙ্গনে ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হলেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না

ধুলিয়ান : বিভিন্ন ঠিকাদারী সংস্থার মাধ্যমে জানা যায় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধে ধুলিয়ান অঞ্চলে কাজের জন্য বিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে, কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। গতবার জুনের আগেই আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার কিন্তু জুন শেষ হতে চললো সবে মাত্র বোল্ডার পড়তে শুরু করেছে। এদিকে জল বাড়ছে, আর কিছু দিনের মধ্যেই গঙ্গার পারে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। অপর দিকে বোল্ডার যা ফেলা হচ্ছে তাও নাকি সাইজ মত নয়। অভিজ্ঞ মহলের মতে বোলডারের সাইজ হওয়া উচিত ১৫ কেজি এবং সেই মত নাকি কনট্রাক্টও হয়েছিল। কিন্তু যে সাইজের বোলডার পড়ছে তা কোনটিই ১০ কেজির বেশী নয়। কনট্রাক্ট বহির্ভূত বোলডার দিয়েই ষ্টাগ সাজানো হচ্ছে। মানুষজনের অভিযোগ এ্যাসিঃ ইঞ্জিনিয়ার গঙ্গা এ্যান্টি- (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এম আর ডিলাররা লাগাতার ধর্ম্মঘটে নামছেন

ধুলিয়ান : আংশিক রেশন ব্যবস্থার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত এম আর ডিলারদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করাসহ ১৪ দফা দাবী কার্যকর না হওয়ার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ এম, আর ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশন আগামী ২ জুলাই থেকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ রেশন ডিলারগণকে আজও সেই মান্ধাতা আমলের কমিশন দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে রেশনে খাদ্যবস্তুর সরবরাহ কমে গিয়েছে। তার উপর মালের সরবরাহ সব সপ্তাহে ঠিক থাকে না। শুধু মাথা পিছু ৭৫ গ্রাম চিনি ও পরিবার প্রতি এক লিটার কেরোসিন বিক্রি করে তেমন লাভ নেই। তার উপর কুলি, পরিবহণ, ক্যাশ মেমো, খাতা, রিফিল, মহুরী, ওজনদার এবং অন্যান্য খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে রেশন ডিলারদের বছরের পর বছর লোকসান পোহাতে হচ্ছে। আজ পঁচাত্তর শতাংশ রেশন ডিলারই ঋণের দায়ে বাঁধা পড়ে আছেন মহাজনের কাছে। তা'ছাড়া নিত্য ব্যবহার্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধির চাপে জনগণের (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যারেজ কোয়ার্টারে নৃশংস হত্যা, কেউ ধরা পড়েনি

ফরাক্কা : গত ২০ জুন ফরাক্কা ব্যারেজের কর্মী শিবচন্দ্র সরকারকে (৪৮) তাঁর কোয়ার্টারে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃতের মুখে গামছা বাঁধ পেটে ছুরির আঘাত ছাড়াও হাত পায়ের শিরাগুলি কেটে ফেলা হয়েছে দেখা যায়। মৃত শিবচন্দ্র তাঁর কোয়ার্টারে একাই থাকতেন। কিছুদিন থেকে তাঁর স্ত্রীর সাথে ডাইভোর্স মামলা চলছিল। সে কারণে স্ত্রী স্মৃতিকণা (৩৪) ও ছেলে (শেষ পৃষ্ঠার দ্রঃ)

চিফ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের মুর্শিদাবাদ সফর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ জুন পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল এস ডি বনেল সরকারী সফরে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, কান্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ডাকঘরে পরিদর্শন করে স্থানীয় বড় ডাকঘরে আসেন। তিনি এই ডাকঘরের ঘরগুলি ও ষ্টাফ কোয়ার্টার পরিদর্শন করেন। ডাক কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সেগুলি যথাসাধ্য দূর করার প্রতিশ্রুতি দেন। কর্মীদের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

মৃতা কোহিনূর বিবি ফিরে এলেন !

ধুলিয়ান : সমসেরগঞ্জ থানার চাচণ্ড গ্রামের রেজাউল মোমিনের দ্বিতীয়া স্ত্রী কোহিনূর বিবি উধাও হন। পাঁচ ছদিন পরে কোহিনূরের মা বাবা রেজাউল ও তাঁর প্রথম স্ত্রী জাহানারার বিরুদ্ধে সামসেরগঞ্জ থানার কোহিনূরকে মেরে লাশ গায়েব করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনেন। গত ৮ জুন নিমতিতা বি এস এফ ক্যাম্পের কাছে এক মহিলার লাশ উদ্ধার করা হয়। কোহিনূরের বাবা, মা ও (শেষ পৃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই আষাঢ় বুধবার ১৩৯৭ সাল

রাই, রহু ধৈর্য্যম্

শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের জন্য বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গিয়াছেন ; আর আসিতেছেন না। কৃষ্ণবিহনে শ্রীমতী রাধারাণী মৃতকল্পা, তদীয়া সখী বলিতেছেন—'রাই, ধৈর্যং রহু, রহু ধৈর্যং হাম গচ্ছং মথুরায়ে'। অসংস্কৃত ভাষায় নিবেদিত এই অংশটির তাৎপর্য এই যে, শ্রীমতী রাধারাণী ধৈর্যধারণ করুন ; তিনি মথুরায় যাইতেছেন। সেখানে তিনি শ্রীরাধার দশার কথা নিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস পাইবেন।

জঙ্গিপুর পুরসভার পুরবোর্ডরূপী কৃষ্ণ আপাতত প্রবাসে। কবে ফিরিবেন জানা নাই। তাই সদস্যদের দশদশা চলিতেছে। ১নং ওয়ার্ডের পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী অক্রূরের ভূমিকায়। তিনি জেলা জজের আদালতে অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে পুর নির্বাচনে কারচুপি করিয়া হারাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই মামলার ফয়শালা না হওয়া পর্যন্ত পুরবোর্ড গঠন স্থগিত। সি পি এম ও কংগ্রেস প্রভাবিত দুইটি ফ্রন্ট এখন বিরহ-দশায় ভুগিতে পারেন।

নির্বাচনের পর জঙ্গিপুর পুরবোর্ড গঠনের ব্যাপারে নানা কথা শুনা যাইতেছিল। পনের সদস্যের এই বোর্ডে এবার সি পি এমের ছয় জন, সি পি এম সমর্থিত নির্দল একজন ও সি পি আই এর একজন—মোট ৮ জন সদস্য লইয়া ফ্রন্ট দল পুরবোর্ড গঠন করিতে পারেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যকে পাইলে নয় জন হইবে। অতএব ফ্রন্ট দলের পুরবোর্ড গঠনের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হইবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তীব্র বিরহজ্বালা।

অপর দিকে কংগ্রেস (ই) দল নাকি বোর্ড গঠনে যথেষ্ট আস্থাশীল, এই দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বোর্ড গঠনে সি পি এমকে ওয়াক ওভার দিবেন না। অর্থাৎ তাঁহারা লড়াই করিবেন। অথবা পুরবোর্ড গঠন করিতে পারেন। কংগ্রেস (ই) সদস্য সংখ্যা পাঁচ। সুতরাং সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিতে হইলে তিন বা চারজন সদস্যের সমর্থন পাওয়া প্রয়োজন। কোনও প্রকার অঘটন না ঘটিলে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। যদি কংগ্রেস (ই) দল পুরবোর্ড গঠন করিতে পারেন, তবে তাহা কোনও অঘটন ঘটন পটীয়সী নেপথ্যে থাকিয়া হয়ত করিবেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে পুরবোর্ডরূপী কৃষ্ণের অভাবে এই দলের বিরহদশা যেন কিছুটা অযৌক্তিক ব্যাপার। কংগ্রেস (ই) দল বোর্ড গঠন করিতে পারিলে তাহা একটি রীতিমত ঘটনা হইয়া দাঁড়াইবে। এখন জল্পনা আর কল্পনা ছাড়া ত কিছু করিবার উপায় নাই।

ধুলিয়ান পুরসভায় সি পি এম দলের ও কংগ্রেস (ই) (বি জে পি ও ফরওয়ার্ড ব্লককে পাইলে) দলের সদস্য সংখ্যা সাত-সাতে দাঁড়াইবে তবে বি জে পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস দলের সহিত সমঝোতায় যাইবেন —ইহা দুরাশা। তাই সকলেরই ধারণা এই যে, সি পি এম দল পুরবোর্ড গঠন করিবেন। পরিস্থিতি কি হইবে তাহা দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহ লইয়া রহিয়াছেন।

জঙ্গিপুর পুরসভার ভাবী নতুন কর্মকর্তাদের নিকট খোলা চিঠি

মাননীয় পুরপিতাগণ,

জঙ্গিপুরের পুর নাগরিকদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে নতুন কার্যভার গ্রহণ করার প্রাক্‌মুহূর্তে সাদর সম্ভাষণ জানাই। বিশ্বাস করে ভোটাররা আপনাদের উপর যে দায়িত্ব-ভার অর্পণ করেছেন আপনারা নিশ্চয়ই দলমত নিরপেক্ষভাবে তা রক্ষা করবেন। দলীয় বা বিরুদ্ধপক্ষের প্রতিনিধি কে নির্বাচিত হয়েছেন তা বিচার না করে পুর এলাকার সামগ্রিক স্বার্থ আপনারা রক্ষা করবেন।

আপনাদের বিচার ও বিবেচনার জন্য এখানে আমরা কিছু প্রস্তাব রাখছি।

১) শহরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে জনা পনেরোর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হোক। মাসে অন্ততঃ একবার এই উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাচিত কমিশনারদের যুক্ত বৈঠক ডাকা হোক। সেখানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা কমিশনারদের বিবেচনার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব বা অভিযোগ রাখবেন এবং আলোচনার পর কমিশনারগণ কর্তব্য নির্দ্ধারণ করবেন। এতে জনসাধারণের সঙ্গে পুর কর্তৃপক্ষের সংযোগ ঘনিষ্ট হবে এবং বহু কাজ ত্বরান্বিত হবে।

২) পুরসভার পক্ষ থেকে একটি মাসিক বা দ্বিমাসিক বুলেটিন (মুখপত্র) বের করা হোক। এই বুলেটিনে পুর কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিভিন্ন কাজকর্মের ফিরিস্তি দিবেন। নতুন কি করার তাঁদের পরিকল্পনা আছে তাও জানাবেন। জনসাধারণের অভাব অভিযোগ বা কোন প্রস্তাব থাকলে তাও ঐ বুলেটিনে প্রকাশিত হবে।

৩) পুর এলাকায় 'পাইপ ওয়াটার' সরবরাহ যাতে ত্বরান্বিত হয় সেজন্য সর্ববিধ চেষ্টা করতে হবে।

৪) পুর এলাকার সমস্ত রিক্সার যাতে লাইসেন্স হয়, রাত্রে রিক্‌শায় যাতে বাধ্যতামূলক আলো থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। রিক্‌শার ভাড়া কঠোরভাবে বেঁধে দিতে হবে।

৫) জঙ্গিপুরের ফেরীঘাট নাগরিকদের নিত্য যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের কারণ। ঘাটে কোনদিনই নিয়মমত নৌকা থাকে না। নির্দ্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায় করা হয়। মালের ভাড়া কোন নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে অত্যধিক আদায় করা হয়। পুর কর্তৃপক্ষকে যে কোন উপায়ে এগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ঘাট নিয়ে যে রাজনীতি হয় এবং টাকা পয়সার যে খেলা হয় তা চিরতরে বন্ধ হওয়া দরকার। বর্ত্তমান পুর কর্তৃপক্ষ যদি সাহস-কতার সঙ্গে কোন টোপে প্রলুব্ধ না হয়ে ফেরিঘাটের দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করতে পারেন তবে তাঁরা নাগরিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

৬) রঘুনাথগঞ্জের বাজার সমস্যার কোন সমাধান হল না। পুর কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সুপার মার্কেট ভালোভাবে চালু করা হোক।

বাজারপাড়ার রাস্তার দু'ধারে যে বাজার বসে তা বন্ধ করা হোক অন্যথায় রাস্তার দু'ধারের বিক্রেতার কাছ থেকে বে-আইনী-ভাবে তোলা আদায় বন্ধ করা হোক।

৭) জঙ্গিপুর পাড়ে একটি প্রসূতি সদন এবং একটি আউটডোর হাসপাতাল খোলার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করা হোক।

৮) জঙ্গিপুরে যাতে গঙ্গার উপর সেতু নির্মাণ করা হয় সেজন্য জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে পুরকর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুক।

৯) একটি শিশু উদ্যানের ব্যবস্থা করা হোক এবং সেখানে শিশুদের পাঠাগার ও ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা রাখা হোক।

১০) পুরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যা-লয়গুলির পঠন পাঠনের উপর নজরদারী জোরদার করা হোক। বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় ব্ল্যাকবোর্ড, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করা হোক।

১১) পুরসভার অন্তর্গত পাঠাগারগুলিতে (সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগার বাদে) বাৎসরিক অর্থসাহায্য দেওয়া হোক।

১২) পুরসভার চাকরী বা কনট্রাক্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাবের দ্বারা চালিত না হয়ে নিরপেক্ষভাবে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা হোক।

— বরুণ রায়

বিদ্যুৎ বিভাগ, হাসপাতাল ও থানার দুর্নীতি নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ জুন স্থানীয় বি জে পির কর্মী ও সমর্থকেরা বিদ্যুৎ বিভাগ, হাসপাতাল ও থানার বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মাঝেও গ্রাম গ্রামান্তরের কয়েক শো কর্মী বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। তাঁরা প্রথমে স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের অফিসে ও পরে মহকুমা হাসপাতালে, বিদ্যুৎ বিভাগের এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার মেনটেনেন্সের অফিসে এবং এস ডি পি ওর অফিসে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা এস ডি পি ওকে রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানার অফিসারদের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে একটি লিখিত ডেপুটেশন দেন। যাতে এই মহকুমার গ্রাম্য ষ্টপেজগুলিতে লোক্যাল বাসগুলি ঠিকমত দাঁড়ায় তার ব্যবস্থা করতেও তাঁকে অনুরোধ করেন বলে খবর। বিদ্যুৎ বিভাগে হাজির হয়ে তাঁরা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে বলে দাবী জানান। বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন ব্যবসায়ী আইন মাফিক মোটরে লোড না টানিয়ে বেশী লোড টানাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন। মিটার খারাপ করে রেখে অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক বিদ্যুৎ কনজিউম না দেখিয়ে কর্মীদের সহায়তায় সরকারের রেভিনিউ ফাঁকির কথাও তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। লোক্যাল ফল্টের কারণ সম্বন্ধে তাঁরা বলেন—কারিগরী অদক্ষ কর্মী নিয়োগের ফলেই এগুলি ঘটছে। কিন্তু এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার সেগুলি ঠিকমত অনুসন্ধান করে দেখেন না। হাসপাতালেও অব্যবস্থা চরমে উঠেছে বলে তাঁরা অভিযোগ জানান। হাসপাতালের একশ্রেণীর ডাক্তারেরা স্থানীয় নার্সিং হোমের সঙ্গে যোগাযোগে রোগীদের শোষণ করছেন এবং হাসপাতালে ওষুধ ও খাবার চুরির ঘটনা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে বলেও বক্তব্য রাখেন। এই হাসপাতালের বড়বাবু রঘুনাথগঞ্জ ও উমরপুরে তিন তিনটে জায়গা কয়েক লক্ষ টাকা দামে কিনেছেন বলেও অভিযোগ তোলেন। দলবাজী করে এক ডাক্তারের পিছনে আর এক ডাক্তারকে লাগিয়ে ডাক্তারদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে তাঁরা রোগীদের ক্ষতি করছেন বলেও এস ডি এম ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁরা বক্তব্য রাখেন।

চোরাচালান অব্যাহত

(১ম পাতার পর)

একটি গরুও তাঁরা আটক করেননি। মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন একমাত্র কাষ্টমসই পারে এগুলি বন্ধ করতে। কিন্তু তাঁদের উপর তলার অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোন ফল হয়নি বা তাঁদের তৎপর করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে পাচারকারীদের ধর-পাকড় করেও কোন ফল হচ্ছে না। কেন না পাচারকারীদের কোর্টে চালান দিলে তারা বিভিন্ন আইনের ফাঁক ফোঁকরে কোর্ট থেকে খালাস পেয়ে যাচ্ছে। ৭১টি গরু ধরে কাষ্টমসকে দেওয়ার পরও তাঁরা কোন দায়িত্ব না নিয়ে আবার গরুগুলিকে স্থানীয় পুলিশকে ফেরৎ দিয়েছে বলে খবর। আমাদের দপ্তর থেকে মহকুমা শাসককে ব্যাপক হারে চাল, চিনি বা গরু বাংলাদেশে প্রকাশ্যে চালানের ক্ষেত্রে তিনি কেন কঠোর হতে পারছেন না প্রশ্ন করলে তিনি জানান আমি স্বয়ং এ বিষয়ে তৎপর হয়ে চাল, চিনি, গরু বা ভাঙ্গরি ধরলে দেখা যাচ্ছে চালানকারীরাও তাদের আইনানুগ ক্যাশ মেমো ইত্যাদি দেখিয়ে মামলা থেকে রেহাই পাচ্ছেন। স্থানীয় প্রভাবশালী বেশ কিছু ব্যক্তি ও ব্যবসাদার তাদের মদত দিচ্ছে জেনেও আইনগত দিক দিয়ে ব্যবস্থা নেবার বহু অসুবিধা রয়েছে। মহকুমা শাসক হিসাবে স্যাট মালিককে মাল ও গরু পাচারের দৈনন্দিন ষ্ট্যাটিস্টিকস্ আমার কাছে দাখিল করতে বলেছি। সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে তাঁরা ষ্ট্যাটিস্টিক্স দিলেও প্রকৃত হিসাব এড়িয়ে যাচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিটিং টিম কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে গেলেন

জঙ্গিপুর : জেলার বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক-দের নিয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্র ভিজিটিং টিম গত ১৪ জুন জঙ্গিপুর কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র ভিজিট করে অরঙ্গাবাদে ডি এম কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন সেখানে পরীক্ষার্থীদের দাবীমত সুযোগ দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্মত না হওয়ায় একটি ঘরে গণ্ডগোল চরমে ওঠে। দু'জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারও করা হয়। ভিজিটিং টিম অবস্থা আয়ত্তে আনতে সুস্থ হয়ে পরীক্ষা না দিলে ঐ ঘরের পরীক্ষা বাতিল করে দেবার হুমকী দেন। শেষ পর্যন্ত কোনরকমে পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। ঐ দিন ফাষ্ট হাফে দর্শনের জনৈকা পরীক্ষার্থিনী খাতা জমা না দিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। এই নিয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় খাতা জমা দিয়ে সে বাইরে এসেছে।

অন্যদিকে বেলডাঙ্গা কলেজকেন্দ্রে উত্তেজিত পরীক্ষার্থীদের হাতে অধ্যক্ষ সনৎ কর ও জনৈক অধ্যাপক শরদীশ বিশ্বাস লাঞ্ছিত হন। এই ঘটনায় কলেজ চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কলেজের প্রায় একশজন ছাত্র তাঁদের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপককে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে পরীক্ষার্থী জিয়াগঞ্জ কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। শেষে ভিজিটিং টিমের সাহায্যে পরীক্ষার্থীরা কোনরূপে বাড়ী ফিরে যায়। ভিজিটিং টিমের জনৈক সদস্য এক সাক্ষাতকারে এই খবর আমাদের দেন।

ধর্মঘটে নামছেন

(১ম পাতার পর)

সাথে সাথে এম আর ডিলারগণও বিপর্যস্ত। স্বাধীনতার ৪০ বছরে প্রায় সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের কিছু না কিছু বেতন ও ভাতাদি বেড়েছে। কিন্তু রেশন ডিলারদের মজুরী বা জীবন জীবিকার দীর্ঘস্থায়ী মূল সমস্যাগুলির আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি। সরকার কোনরূপ আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত করছেন না। তা ছাড়া বিভাগীয় প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং অত্যাচার আজও অব্যাহত। বর্তমানে গোটা রেশন ব্যবস্থা একটা প্রহসনে দাঁড়িয়েছে। সরকার রেশনে মাল সরবরাহ করতে পারেন না বলে সপ্তাহে দেড় থেকে দু'দিন রেশন দোকান খোলা থাকে। যদিও নিয়ম সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ দিন রেশন দোকান খোলা রাখা। তাই রেশন ব্যবস্থা আজ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কাজেই অস্তিত্বের সঙ্কট আংশিক দোকান-গুলিকে ঘিরে। এই সঙ্কট যে কত তীব্র তা বোঝা যায় যখন ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভায়—উক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন নির্দিধায় বলেন—হোল সেলারের গুদাম থেকে নিকৃষ্ট ও অখাদ্য চাল গমের সরবরাহ নিয়ে রেশন ডিলারদের ঘাড়ে তা চাপিয়ে হোল সেলারেরা খালাস হয়ে যান; ফলে রেশন ডিলার পড়ে লোকসানের দায়ে ও জনসাধারণের কোপ দৃষ্টিতে।

কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না

(১ম পাতার পর)

ইঞ্জিনিয়ার গঙ্গা এ্যান্টিইরোশন বিভাগ ও তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে আঁতাত করেই ঠিকাদাররা এই কাজ বহাল তবিয়তে করে চলেছেন। গতবারও কোথাও কোথাও এ ধরনের বেআইনী কাজ হয়েছিল বলে জানা যায়। সে কারণে ঠিকাদারদের পেমেন্ট দেবার সময় শাস্তিস্বরূপ কম রেটে পেমেন্ট দেওয়া হয়। পেমেন্ট যাই দেওয়া হোক তাতে কাজ কিছুই হয়নি। এবারও তাই এখনি যদি ষ্টাগ চেক না করা হয় বা এই বেআইনী কাজ বন্ধ না হয় তবে বিশ লক্ষ টাকা জলে যাবে, ভাঙ্গন রোধ করা যাবে না। কিন্তু শত অভিযোগেও গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ বিভাগের ঘুম ভাঙ্গানো যাচ্ছে না। ধুলিয়ানের ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত আখেরী-গঞ্জের অবস্থা হবে বলে ভাঙ্গন কবলিত মানুষেরা আশংকা করছেন। এসব দেখে-শুনে তাঁরা মনে করছেন নীচু থেকে উপর, এমনকি মন্ত্রীমহল পর্যন্ত একটা অশুভ আঁতাতের চেনে বাঁধা রয়েছেন, ফলে কারও ইচ্ছাকৃত ঘুম শত অভিযোগেও ভাঙ্গছে না।

চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ আগামী ২ জুলাই জঙ্গিপুর পুরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন ঠিক হয়েছে। এই নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে ফ্রন্টের আশা বেশী বলে মনে হয়।

ফিরে এলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং গ্রামবাসীরা এই লাশ কোহিনূরের বলে সনাক্ত করেন। ৯ জুন পোষ্টমর্টেমের পর যথারীতি মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। হঠাৎ ১৩ জুন খবর পাওয়া যায় কোহিনূর বর্ধমানের কালনা থানার অধীনে টা ক পু কু র গ্রামে কোন এক আত্মীয়ের বা ড়ী তে আছেন। সমসেরগঞ্জ থানা খবর পেয়ে কা ল না থেকে কোহিনূরকে ধুলিয়ানে নিয়ে আসে। বাবা, মা ও গ্রামবাসীরা কোহিনূরকে সনাক্তও করেন। এখন গ্রামবাসী-দের প্রশ্ন তবে কবর দেওয়া মৃত-দেহটি কার?

মুর্শিদাবাদ সফর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রিক্রিয়েশন ক্লাবের উন্নতির জন্য এক হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন বলে প্রকাশ। স্থানীয় কয়েকজন যু ব ক তাঁর কাছে ফাঁসিতলা থেকে বড় পোষ্টাপিস নতুন বিলডিং-এ স্থানান্তর করায় তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে জানিয়ে সেখানে একটি টাউন সাব অফিস খোলার দাবী জানালে তিনি ডাকঘরের জন্য সরকারী ভাড়ায় উপযুক্ত গৃহ যোগাড় করে দিতে পারলে সেখানে একটি ডাকঘর খোলা হবে বলে মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, শ্রীবনেল একজন কারিৎ-কর্মী ব্যক্তি। তিনি এর আগে নয়া দিল্লীর পোষ্টাল ষ্টাফ কলেজের অধিকর্তা ও ব্রাজিল, নাইজেরিয়ার পোষ্টাল কমিটিতে রাষ্ট্র সংঘের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন।

কেউই ধরা পড়েনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সৈকত (১৫) ব্যারেজেরই অন্য একটি কোয়ার্টারে বাস করতেন। পুলিশ তদন্তে এসে তাঁর ঘরের দামী কোন জিনিসই চুরি না যাওয়ায় এটিকে ব্যক্তিগত কারণে খুন বলে স.ন্দহ করে। মৃতের স্ত্রী ও পু ত্র কে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফরাক্কায় কানাঘুষা চলছে—তাঁর স্ত্রীই বাইরে থেকে ভাড়াটিয়া খু ী এনে স্বামীকে হত্যা করিয়ে-ছেন। পুলিশী তদন্ত চলছে। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ব্যারেজ চত্বরে এই ধরনের নৃশংস খুন এই প্রথম বলে জানা যায়।

আগামী ৮ই জুলাই '৯০ রবিবার বৈকাল ৫টায় ক্লাব প্রাঙ্গণে ক্লাবের সাধারণ সভা। সভায় সকল সদস্য/সদস্যার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদক,

অগ্নিফৌজ এ্যাথেলেটিক ক্লাব

রঘুনাথগঞ্জ ০ মুর্শিদাবাদ

হারাইয়াছে

মোজাম্মেল হক সাং জয়রামপুর বাঁধ নামীয় গোলড লোনের কাগজ নং G-4/Sub/402/88 এ ব ং মানোয়ারা বিবি সাং জয়রামপুর বাঁধ না'মীয় গোলড লোনের কাগজ নং G-3/Sub/407/88 হারাইয়া গিয়াছে। কেহ পাইয়া থাকিলে উক্ত কাগজ দুইটি গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখার ম্যানে-জারের নিকট জমা দিলে বাধিত হইব।

বিনীত—

মোজাম্মেল হক ও মানোয়ারা বিবি

জয়রামপুর বাঁধ

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

রামকৃষ্ণ টাইপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড টাইপ স্কুল (রেজিঃ নং L44035)

স্থান ঃ রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের নিকটে

এখানে ইংরাজী টাইপ, ইংরাজী শর্টহ্যাণ্ড ও বাংলা টাইপ শেখানো হয়। শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

বিঃ দ্রঃ এখানে সব রকমের কাগজ টাইপ করে দেওয়া হয় ও সুন্দরভাবে জেরক্স কপিও করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই লটারী করছেন এবং লটারী আইন লংঘন করছেন। মাননীয় জেলা সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ এর আদেশ-বলে, সকল ক্লাব বা সংস্থাকে উক্ত বেআইনী লটারী বন্ধ করতে বলা হচ্ছে—অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, রাজ্য সরকারের লটারী এবং সরকার অনুমোদিত লটারী ব্যতীত অন্য কোন লটারী প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া করা যাবে না।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণের সাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

VIP সেন্টারে

এজেণ্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন? বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার

DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন শহরে শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অচ্যুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত